ইলম অন্বেষণে সফর

ইলম অন্বেষণে সফর

মূল :
শাইখ মুহাম্মদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদ :
ইবনু ইসহাক

সম্পাদনা :
সালাহউদ্দীন আহসান

চেতনা
প্রকাশন

ইলম অন্বেষণে সফর

গ্রন্থস্বত্ব: সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০

প্রকাশক :বোরহান আশরাফী

পরিবেশনায় : মাকতাবাতুল আমজাদ
ইসলামি টাওয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩০৪৩২৬৩৯৮

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম, নিয়ামাহ বুকশপ, ওয়াফিলাইফ.কম
বইকেন্দ্র, মোল্লার বই.কম

প্রচ্ছদ : আলি আরমান
পৃষ্ঠাসজ্জা : আলি আরমান

দাম : ১০০ টাকা

চেতনা প্রকাশন
০১৮২০১৩৮০১৬
facebook.com/Chetona Prokashon

প্রকাশক ও লেখকের অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই-ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে প্রকাশ করা আইনত দন্ডনীয়।

উৎসর্গ

প্রিয় আব্বু-আম্মু, একজন আমার জন্য বটবৃক্ষ অপরজন সেই বৃক্ষের লতাপাতার মতো। তাঁদের ইমান ও সুস্থতার সাথে দীর্ঘায়ু কামনায়।

অনুবাদকের কথা

(ক)

রিহলা। অর্থাৎ–সফর, ভ্রমণ। এই শব্দের পর ‹ইলম› বসলেই পাল্টে যায় চিত্র। হয়ে যায় ইলম অন্বেষণে সফর। আমাদের সামনে ভেসে ওঠে পূর্বযুগে ইলমের জন্য করা ভ্রমণগল্প ও আকাবিরদের সফরের কষ্ট।

হয়তো ভারতবর্ষে শব্দটা এ–যুগে এসে শিক্ষার্থী মহলে অপরিচিত। কিন্তু ইলমি অঙ্গনে শব্দটি অনেক পুরনো, এ–শব্দে লুকিয়ে আছে ইলমের শৌর্যবীর্য ও ঐতিহ্য। ইলমের জন্য মুসলমানদের অক্লান্ত কষ্টের সফর ইসলামি ইতিহাসের সোনালি অংশ।

(খ)

এখন সে–যুগ নেই। নেই সোনালি ইতিহাসও। কেন? কারণ আমরা ভুলে বসেছি ‘রিহলা’র গুরুত্ব, বিস্মৃতির আড়ালে চাপা পড়ে গিয়েছে দেশ–বিদেশে জ্ঞান আহরণের মাহাত্ম্য। তাইতো চিন্তা চেতনা আজ সীমাবদ্ধ। বিশ্বকেন্দ্রিক

চিন্তাধারা আজ যেন অকল্পনীয়। বৈশ্বিক ঐক্য গড়াও আমাদের নিকট হাস্যরহস্য।

এছাড়া আরও অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে সফরশূণ্য জ্ঞান থেকে। মোটা মাথায় বুঝতে গেলে হাস্যকর মনে হবে, কিন্তু গভীর চিন্তা দিয়ে ভাবুন, বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সফরের সম্পর্ক কতটা গভীর!

(গ)

বাংলা একটা প্রবাদ আছে, "বাড়ির গরু আঙ্গিনার ঘাস খায় না" –এই এক প্রবাদেই প্রকাশ পায় সফরের সামগ্রিক ফায়দা। দেখবেন, একজন শিক্ষার্থী যখন দূরে কোথাও পড়তে যায় এবং আত্মীয়–স্বজন থেকে দূরে থাকে তখন তার পড়াশোনা খুব ভালো হয়। কারণ তার সপ্তাহে বা মাসে ছুটি নিয়ে বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হয় না। একারণে পারিবারিক সমস্যা তাকে ছুঁতে পারে না।

ভ্রমণে অভিজ্ঞতা মিলে। বিশ্বের পরিস্থিতি দেখা যায়। বিভিন্ন ফনের আলেমদের দেখা পাওয়া যায়। খোঁজ পায় দেশবিদেশে লুকিয়ে রাখা ইলমের ভাণ্ডার। এসকল কারণে অভিজ্ঞতার ঝুলি থাকি পরিপূর্ণ। তাই আধুনিক ও বৈশ্বিক ইজতিহাদে অধিক ভ্রমণকারী আলিমই থাকে অগ্রগণ্য।

(ঘ)

সবমিলিয়ে ইলম অন্বেষণে সফরের গুরুত্ব ও ফায়দা অপরিসীম। কিছু তো কোরআন-হাদিস দ্বারা স্বীকৃত, তাছাড়া অভিজ্ঞতা দ্বারাও বুঝা যায় 'রিহলা'র ফজিলত ও গুরুত্ব। সুতরাং এই বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা সময়ের দাবি ছিল। সে-শূণ্যতা অনুভব করেছি কয়েকবছর ধরে। দুর্ভাগ্যবশত কেউ এই বিষয়ে স্বতন্ত্র কাজ করে নি। করলেও চোখে আসেনি।

ইতিমধ্যে আমার পড়াশোনা একটা পর্যায় পৌঁছেছে। মনের কোণে বহির্দেশে ভ্রমণ করে উচ্চতর ইলম অন্বেষণের শখও পুষে রেখেছি বহুদিন। যেহেতু পড়াশোনার এ পর্যায়ে সমাজের রুসুম হল, স্মৃতিস্মারক স্বরূপ কিছু একটা করা। তাই একটু ভিন্নতা রক্ষার্থে কোন বই প্রকাশের ইচ্ছাও দেখা দিল। কিন্তু কি করব? তা নিয়ে দীর্ঘদিন জল্পনা-কল্পনা চলছিল।

সেসময়ে শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ'র- "রিহলা ওয়া ত্বলাবিল ইলম" আলোচনাটা চোখে পড়ল। তিনি ইলম অন্বেষণ সম্পর্কে ছাত্রদের পাথেয় হিসেবে ধারাবাহিক আলোচনা করছিলেন, এটা সেই আলোচনার অংশ। উনার ওয়েবসাইটে আলোচনাটার

প্রতিলিপি ছিল। তাই মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা ছেড়ে লেখাটার অনুবাদ শুরু করলাম।

(ঙ)

আলহামদুলিল্লাহ! রব্বুল কলমের লাখো কোটি শুকরিয়া, তার দেয়া সামর্থ্য ও প্রকাশকের তাড়াহুড়োতে দ্রুত বইটার কাজ শেষ করতে পেরেছি। এজন্য প্রকাশক ভাইজানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অপরিহার্য।

(চ)

আরেকটি বিষয় না বললেই নয়। যতবড় লেখক হোক বা অনুবাদক, এ-কথা বলতেই হয়। কোরআন শরীফ ছাড়া কোন গ্রন্থ-ই ত্রুটিমুক্ত নয়। তাই আমাদের কোন ভুল আপনার দৃষ্টিতে পরলে আশাকরি উত্তম উপায়ে জানাবেন। আমরা আগামী সংস্করে সেটা পরিবর্তন করে দিব, ইনশাআল্লাহ।

ইবনু ইসহাক
২-৩-২০২০
maruftaqi@gmail.com

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

কিছুলোক থাকে যাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া সময় ক্ষেপণ মাত্র। শাইখ–ও এমনই একজন মানুষ। উনার প্রসিদ্ধি আজ বিশ্বজুড়ে। এবং বর্তমান সময়ে তার জনপ্রিয়তা বাড়ছে উল্লেখযোগ্য হারে।

শাইখের দেয়া ফতুয়া বড়বড় আলিমের উপজীব্য। উনার গ্রন্থ–ও মুসলিম উম্মাহ'র জন্য বড় পাথেয়, বিশেষত শিক্ষার্থী ও উলামা কিরামের জন্য।

তিনি সালাফী অঙ্গনের মুজতাহিদ আলিম। তথাপি তার ভক্তকুলে আছে মাজহাবীদের বড় একটি অংশ। কারণ তার ইতিদালি মেজাজ ও দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি সম্মান প্রদান– বিরোধী পক্ষের মন জুড়িয়ে নিয়েছে। এজন্য–ই তো বর্তমানে বাংলাদেশে অনুবাদ হওয়া বইয়ের মাঝে তার গ্রন্থের রয়েছে বড় একটি অংশ।

এই আলিমের নাম মুখে মুখে জানা থাকলেও সংক্ষিপ্ত

জীবনীও হয়তো অনেকের-ই অজানা।

শাইখ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ ফিলিস্তিন ভূমির সন্তান। কিন্তু ইহুদী সন্ত্রাসীরাষ্ট্র ইসরাইলের আগ্রাসনের ফলে ১৯৬০ সালের জুন মাসে তার জন্ম হয় সিরিয়ার আলেপ্পো এলাকায় অবস্থিত ফিলিস্তিন শরনার্থী শিবিরে। হিজরি গণনায় সে দিনটি ছিল- ৩০/১২/১৩৮০ হি:। [কর্মের ফলে সেই আলেপ্পো-র জনগণ-ই আজ শরনার্থী হয়ে ঘুরছেন বিশ্বজুড়ে- আহ, নিয়তির কী খেল!]

শাইখের বেড়ে ওঠা সৌদি আরবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর রিয়াদে সম্পন্ন করেন।

এরপর তিনি সৌদি আরবের 'যাহরান' শহরে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে অনার্স স্তর সমাপ্ত করেন।

তার শাইখ ছিলেন, শাইখ আব্দুর রহমান বিন নাসের আল-বার্‌রাক, শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন ও বিশেষভাবে শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায উল্লেখযোগ্য। বিন বায রহিমাহুল্লাহ-র ১৫বছরের সোহবতের কারণেই তিনি ফিকহী অঙ্গনে এগিয়ে যান। এছাড়া আরও অনেক মনিষীর সান্নিধ্য পেয়েছেন।

খিদমত করেছেন বহু অঙ্গনে। বিশেষত দাওয়ার কাজে। সৌদি আরবস্থ খোবার শহরের উমর বিন আব্দুল আযিয জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব ছিলেন। সেখানেও দরসপ্রদান করতেন।

তবে তার উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে islamqa.com (ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব) ওয়েবসাইটটি অন্যতম। ইসলাম বিষয়ে মানুষের প্রশ্নের জবাব দেয়ার কাজে পৃথিবী জুড়ে এটি পরিচিত সাইট। ২০১৮ সালে অ্যালেক্সার তালিকায় ইসলামকিউএ.ইনফো ইসলাম বিষয়ে সর্বাধিক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ছিল।এখনও ওয়েবসাইটটি জনপ্রিয়।

শাইখের জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের অবস্থান আত্ম-অহংকারে ফেলে নি। তিনি হিকমাহ-র নামে মুরজিয়া আকীদাও পোষণ করেন নি। তাইতো ২০১৭ সালে মাজলুম মুমিনদের পক্ষে কথা বলায় শতশত আলিম-উলামার সাথে তাকেও যেতে হয়েছে জেলে। এখনও তিনি ইহুদি মদদপুষ্ট মুহাম্মদ বিন সালমানের কারাগারে আছেন ইমানের সাথে। আল্লাহ তা'আলা শাইখের উপর রহম ও করম করুন, আমিন।

প্রিয় পাঠক !

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ইলম বা জ্ঞানার্জন পৃথিবীর সবচেয়ে মহোত্তম কাজগুলোর অন্যতম। ইলম অন্বেষী সে অর্থেই সকলের কাছে সম্মানের আসনে আসীন। তবে প্রকৃত ইলমান্বেষী কে, কী তার পরিচয়, ইলম আহরণের সঠিক পথ পদ্ধতি কী—নানাবিধ আলোচনা পর্যালোচনা উম্মতের সামনে বিদ্যমান থাকা নেহাৎ জরুরি। পর্যায়ক্রমে আমরা ইতোমধ্যেই 'ইলমান্বেষী' শিরোনামে রচনা তৈরিতে সক্ষম হয়েছি। যেখানে আলোচনা হয়েছে 'ইলমান্বেষী; অন্বেষণের পথ ও পাথেয়, ইলমান্বেষী; আয়ত্ব ও আত্মস্থকরণ, ইলমান্বেষী; পাঠ ও পঠন। ধারাবাহিক আলোচনার এই পর্যায়ে আলোচনা করতে চাই খুব গুরুত্বপূর্ণ এক শিরোনামে—ইলমান্বেষী; ইলম অর্জনে পরিভ্রমণ।

জ্ঞার্নাজনের জন্য সফর বা দূর দূরান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ—নিঃসন্দেহে তা বলা যায়। কেননা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। সফর ব্যতীত ক্ষেত্রবিশেষ ইলম অর্জনই স্থবির ও বাধাগ্রস্ত হয়ে

পড়ে। যুগযুগান্তর ধরে ইলমপিপাসুগণ যদি ইলম অর্জনে সফর না করতেন জ্ঞানের পৃথিবী এতটা সমৃদ্ধ হত না।

ইলম অন্বেষণে সফর করার শরয়ি বিধান

ইলমান্বেষণে সফরের বিধান সাধারণত ব্যক্তি ও অর্জিতব্য জ্ঞানের বিবেচনায় নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। যদি কোনো অনার্জিত ফরজ জ্ঞান এমন হয়—সফর ব্যতীত তা অর্জনের উপায়ান্তর নেই সে জ্ঞান আহরণে সফর করাও ফরজ হবে। সফর না করলে গোনাহগার হতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ—

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ التوبة ﴿١٢٢﴾

> অর্থ—সুতরাং তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে। অতঃপর (মুজাহিদগণ) যখন স্বজাতির নিকট ফিরে আসবে, তখন তাঁরা সতর্ক করবে (অর্থাৎ আহকামে শরীয়ত জানাবে) [তাওবা-১২২]

আমরা জানি, ইলম অর্জন করা সকল মুসলমানের ওপর

ফরজ। আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত আয়াতে জরুরি জ্ঞানার্জনে বের হওয়া, এবং প্রয়োজনে সফর করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। তবে ফরজ ইলম অর্জনের পর অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করা মুস্তাহাব।

পক্ষান্তরে যদি নিজ শহরে ইলম শেখার ব্যবস্থা থাকে এবং সফর করলে পরিবারের জন্য কষ্টকর হয়। সন্তানসন্ততি থেকে দূরে থাকা হয়—এ অবস্থায় সফর করা মাকরুহ হবে।

ক্ষেত্রবিশেষ ইলমান্বেষণে সফরোদ্যত হওয়া হারাম পরিগণিত হয়—যখন জ্ঞানার্জনের জন্য সফর আবশ্যককারী কোনো কারণ না থাকে তদুপরি পরিবার ও পিতা-মাতার ক্ষতির আশঙ্কা নিয়ে সফর করে। অনুরূপভাবে আত্মগরিমা প্রকাশ ও লোক দেখানো যশ খ্যাতির জন্য সফর করাও হারাম—যেমন কেউ নিছক এজন্য ভ্রমণ করল যে তার ব্যাপারে সমাজে বলা হবে—সে অমুক মহাজ্ঞানীর সাক্ষাৎ পেয়েছে, অমুক পণ্ডিতের সাহচর্য লাভ করেছে, জ্ঞানের পাপড়ি ফুটিয়ে শহর আবাদ করেছে, শায়খদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে—তাহলে এ সফর হারাম হবে।

ইলম অন্বেষণে মুসা আলাইহিস সালামের সফর

জ্ঞান অন্বেষণে সফর করা একটি সুপ্রাচীন প্রথা। কোরআন হাদিসে এরূপ বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—ইলমান্বেষীদের জন্য এসব ঘটনা উদাহরণ হয়ে আছে।

খাজির আলাইহিস সালামের নিকট মুসা আলাইহিস সালামের জ্ঞান অন্বেষণের সফর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত । এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا [الكهف: ٦٦]

অর্থ—মুসা তাকে (খাজিরকে) বলল—আমি কি আপনাকে এই শর্তে অনুসরণ করব যে, আপনাকে যে সঠিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা থেকে কিছু আমাকে শিক্ষা দেবেন? [সুরা কাহাফ-৬৬]

ইমাম বুখারি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহিহ বুখারির ‘ইলম’ অধ্যায়ে ‘সমুদ্রে খাজির আলাইহিস সালাম-এর নিকট মুসা আলাইহিস সালামের সফর’ শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে এ ঘটনা বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। এখানে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের বর্ণনার অনুরূপ মুসা ও খাজির

আলাইহিস সালামের ঘটনা তুলে ধরেছেন। এ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—'একবার মুসা আলাহিস সালাম বনি ইসরাইলের এক মজলিসে বসে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে এসে বলল—আপনার কি মনে হয়, ভূপৃষ্ঠে আপনার চেয়েও অধিক জ্ঞানী কেউ আছে? মুসা আলাইহিস সালাম উত্তরে বললেন—নেই। তখন আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালাম-এর নিকট ওহি প্রেরণ করলেন—অবশ্যই আছে। আমার বান্দা খাজির (তোমার চাইতে জ্ঞানী)। মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর সাক্ষাৎ পাবার জন্যে পথের সন্ধান চাইলেন। আল্লাহ তাআলা মাছকে তাঁর জন্য গন্তব্যে পৌঁছার নিদর্শন বানালেন। বলা হলো, যখন তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে ফিরতি পথ ধরবে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সাথে মিলিত হবে।

মুসা আলাইহিস সালাম সমুদ্রে সে মাছের নির্দশন অনুসরণ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর শিষ্য (ইউশা ইবনে নুন) কে বললেন—কোরআন মজিদের ভাষায়:

أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

সে (শিষ্য) বলল—আপনি কি জানেন (কী আজব কাণ্ড ঘটেছে?) আমরা যখন পাথরের চাঁইয়ের উপর বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন মাছটির কথা (আপনাকে বলতে) ভুলে গিয়েছিলাম। (মুসা আলাইহিস সালাম উত্তর করলেন) এর কথা বলতে আমাদেরকে শয়তানই ভুলিয়ে দিয়েছিল।

তিনি শিষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—

ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على أثارهما قصصًا

আমরা তো এ স্থানটিই সন্ধান করছিলাম। অনন্তর তারা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পেছন ফিরে চলল। [কাহফ ৬৩-৬৪]

অলৌকিক সমুদ্রপথ ধরে পথ চলতে চলতে তাঁরা খাজিরকে পেলেন। তাঁদের ঘটনা সেটাই, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বিধৃত করেছেন।' [বুখারি : ৩৪০১]

উক্ত হাদিসে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, মুসা আলাইহিস সালাম খাজির আলাইহিস সালামের সাক্ষাতে বের হওয়ার পথে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন—যেন তার ইলম অন্বেষণের সফর সহজ হয়। যেমনটা হাদিসে বিবৃত হয়েছে, 'মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর নিকট যেতে সাহায্য

চাইলেন এবং আল্লাহ তাআলার নিকট ঐ জ্ঞানী তথা খাজির আলাইহিস সালাম–এর সাক্ষাত লাভের পথসন্ধান চাইলেন।’

এই হাদিস থেকে ইলমান্বেষীদের জন্যে পরোক্ষভাবে আরও কিছু দিকনির্দেশনা রয়েছে।

ক. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বুখারিতে সংযুক্ত এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে বলেন—এই অনুচ্ছেদ যোগ করে বোঝানো হয়েছে ইলম অর্জনের পদে পদে সীমাহীন কষ্ট আর পরিশ্রমের কাঠখড় রয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি ইলম শেখার জন্য সফর করতে উদ্যত হবে তাকে অবশ্যই এ জাতীয় কষ্ট ও ধৈর্যের সম্মুখীন হতে হবে। [ফাতহুল বারি–১৬৮/১]

প্রিয় পাঠক! ইলম সম্মানিত বিষয় এ যেমন সন্দেহাতীতও চরম সত্য, তেমনই পরম বাস্তব হলো ইলম মর্যাদাপূর্ণ, মহান ও উত্তম কাজ। এ পথে আসা বাধা বিঘ্নতাকে তাই আপন করে নিতে হবে সদাসর্বদাই।

খ. উপরোক্ত হাদিসে অতিরিক্ত জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনে সমুদ্র ভ্রমণের গুরুত্ব প্রকাশ পায়।